দৈনিক সংবাদ

JUN. 22 2002

# ইংরেজি শিক্ষাদানের বেহাল অবস্থা

দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাকে নৈরাজ্য বললে কম করে বলা হয়। পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে 'কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং' (সিএলটি) পদ্ধতি প্রচলন করার ফলে। জাতীয় কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সটবুক বোর্ড (এনসিটিবি) বলছে, আগামী এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নপত্র নতুন পদ্ধতির ধারা অনুসরণ করেই করা হবে। কি ধরনের প্রশ্ন করা হবে সে সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় আগামী বছরের পরীক্ষার্থীদের ভেতরে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার এবং ব্রিটিশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে পাঁচ বছর মেয়াদি ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদান উন্নতি প্রকল্প (ইএলটিআইপি) বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের অধীনে জাতীয় কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সটবুক বোর্ড ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সব পাঠ্যপুস্তক বদলে দিয়েছে; কিন্তু নতুন পদ্ধতি চালু করার আগে সেগুলো পড়ানোর জন্য ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করা হয়নি। ফলে নতুন পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী পড়ানোর মতো শিক্ষক খুঁজে বের করা কঠিন।

আমাদের দেশে প্রায় ১শ' বছরের পুরনো পদ্ধতিতে ইংরেজি ভাষা শেখানোর চেষ্টা করা হতো। পুরনো পদ্ধতিতে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার পরও দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজি ভাষায় 'কমিউনিকেট' করতে পারে না। দু'চারটা কথাও বলতে পারে না। শুদ্ধ করে দু'কলম লিখতেও পারে না। পৃথিবীর সব দেশেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতি বদলে গেছে; কিন্তু আমরা পুরনোটাই আঁকড়ে ছিলাম।

আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে ইংরেজি ভাষা শেখানোর মান্ধাতা আমলের রীতিনীতি বদলানো জরুরি হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এ কাজে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিল; কিন্তু পাঁচ বছরেও আমরা পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক তৈরি করতে পারিনি। এখন যারা ইংরেজি শেখান তারা নাকি নতুন পদ্ধতির কোন কিছুই বোঝেন না।

এ বছরের মার্চ মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের ১২ হাজার স্কুল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা ছিল। দেয়া হয়েছে মাত্র সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষককে। দেশের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৪০ হাজার ইংরেজি শিক্ষক রয়েছেন। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা ছিল। মাত্র ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়েছে। যাদের ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, তাদের অল্প কয়েকজনকে তিনমাসের 'নিবিড় প্রশিক্ষণ' দেয়া হয়েছে। বাকি সবাই ৩ দিনের নামমাত্র প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অন্যদিকে শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় 'গাইডবুক' নেই। কর্তৃপক্ষ বলছেন, পাঠ্যপুস্তকগুলো শুধু ছাত্রদের জন্য নয়, ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের জন্যও। ফলে গাইডবুক দেয়া হবে কিনা ঠিক নেই।

আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের ইংরেজি ভাষার খুব কম শিক্ষকই ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারেন। অনেকের জন্য শুদ্ধ করে ইংরেজি লেখাটাও দুঃসাধ্য। তারা ছাত্রদের শুধু মুখস্থ করাতে পারেন। ফলে 'কমিউনিকেটিভ' শিক্ষাদান তারা যে পারবেন না— তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে দেশে অনেক হাইস্কুল আছে যেখানে ইংরেজি ভাষার শিক্ষকই নেই। ইংরেজি শিক্ষাদানের এ বেহাল অবস্থায় শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল; কিন্তু আমাদের সরকার পাঁচ বছর ধরে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তা সত্ত্বেও তা করতে পারেননি। এ ব্যাপারে আর পেছন ফেরার উপায় নেই। মান্ধাতা আমলের শিক্ষা পদ্ধতিতে আবার ফিরে যাওয়াটা হবে পশ্চাদ মুখী পদক্ষেপ।

এদিকে ব্রিটিশ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ (ডিএফআইডি) বলেছে, তারা এ প্রকল্পে আর টাকা-পয়সা দেবে না। বাংলাদেশ সরকার ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য টাকা-পয়সা দেবেন কিনা এখনও নাকি জানা যায়নি। শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের দাবি করা হয় এবং বর্তমান অর্থমন্ত্রী সকল ব্যাপারে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলছেন। অতএব জরুরি ভিত্তিতে ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন পদ্ধতি চালু করার পথ সুগম করা উচিত। এ ব্যাপারে গড়িমসি করলে ইংরেজি শিক্ষাদানের বর্তমান বেহাল অবস্থা ঘোরতর হয়ে উঠবে।

স ম্পা দ কী য়